দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 22 APR 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

পরীক্ষা পরিস্থিতি

আজ বুধবার বাইশ এপ্রিল এসএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। নতুন পদ্ধতির এ পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবক মহলে উদ্বেগ আছে। তদুপরি এমনিতেই এ পরীক্ষা এক মাস পিছিয়ে এসেছে। ফলে সুষ্ঠু এবং নির্বিঘ্ন পরীক্ষানুষ্ঠান জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা এর উপর বিপুলসংখ্যক তরুণ শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা তথা ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

সমুদয় আয়োজন, আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষার নির্বিঘ্ন অনুষ্ঠান নিয়ে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন দাবি আর আপত্তি নিয়ে যে আশংকা জন্ম নিতে যাচ্ছিল সরকারী হস্তক্ষেপে তার নিরসন ঘটেছে। এখন ভিন্ন দিক থেকে গোলযোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন উপলক্ষে এসএসসি'র প্রথম দিনে হরতাল ডাকা হয়েছে। আমরা এ পরিস্থিতিকে এক কথায় দুঃখজনক মনে করি। এমনিতে দেশের শিক্ষা পরিস্থিতি যে শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে, এরপর এসএসসি পরীক্ষাও যদি বিঘ্নিত হয়, শিক্ষার্থী অভিভাবকদের ভোগান্তির আর সীমা থাকবে না।

এ প্রসঙ্গে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের আন্দোলনের দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন রয়েছে। মার্চ মাসের পরীক্ষা জুনে গিয়ে ঠেকেছে। আর কত পিছোবে বা পিছোতে পারে? পরীক্ষা পেছানোর অন্য অর্থ জীবন থেকে পিছিয়ে পড়া, এ সত্য উপলব্ধির সময় কি এখনো আসেনি? আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে এ দিকটি ভেবে দেখার অনুরোধ করবো। একই সঙ্গে অনুরোধ করবো, এসএসসি পরীক্ষা যাতে নির্বিঘ্ন হয় সে ব্যাপারে যত্নশীল হতে। জাতি হিসাবে টিকে থাকতে হলেও আমাদের শিক্ষার সকল জটিলতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

বর্তমান এসএসসি পরীক্ষার সঙ্গে কেবল সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদেরই নয়, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যতই বহুলাংশে জড়িত। পরীক্ষা সংক্রান্ত নানা জটিলতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে এবার থেকে নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এই নতুন পদ্ধতিকে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। যেকোনো বাধাবিঘ্ন তাই বিপুল আয়োজনকে পন্ড করবে। আমরা তাই আশা করবো, কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত সতর্কতা আর দৃঢ়তা অবলম্বন করে এ পরীক্ষার নির্বিঘ্ন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবেন।